পলিসি ব্রিফ
৮২/ ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

চা বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে চা বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করায় চা শ্রমিকদের জীবন মানে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন অর্জিত হলেও এখনও চা শ্রমিকদের সুস্থ কর্মপরিবেশ ও অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক পিছিয়ে থাকার তথ্য পাওয়া যায়। গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) 'চা বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। উক্ত গবেষণায় চা বাগানের শ্রমিকদের ছুটি, ভবিষ্য তহবিল, আবাসন সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আইন ও বিধিমালায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার তথ্য উঠে আসে। চিকিৎসা, শিক্ষা, আবাসন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, পানীয় জল ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহা-পরিদর্শকের অনুমোদন কথাটি উল্লেখের মাধ্যমে আইনগতভাবেই এগুলো নিশ্চিতকরণের সম্ভাবনাকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে। তাছাড়া আইনগতভাবে প্রাপ্য বিভিন্ন অধিকার থেকেও চা শ্রমিকরা রয়েছে বঞ্চিত। বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় চা শ্রমিকদের বিভিন্ন সুবিধার অর্থ মূল্য ও দৈনিক মজুরি হিসাব করে দেখা গেছে তাদের যে মজুরি দেওয়া হয় তা দেশের অন্যান্য খাতের দৈনিক মজুরির তুলনায় অনেক কম। তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত রয়েছে তারা জনবল স্বল্পতা ও অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বাগান কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারছে না। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে চা শ্রমিকদের সুস্থ কর্মপরিবেশ ও তাদের অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে চা শিল্পকে টেকসই করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসহ এই পলিসি ব্রিফটি উপস্থাপন করা হলো।

১. আইনি সংস্কার:

- চা শ্রমিকদের জন্য দেশের অন্যান্য খাতের শ্রমিকদের ছুটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছুটি কাঠামো ঘোষণা করতে হবে।
- অন্যান্য খাতের শ্রমিকদের ন্যায় চা শ্রমিকদের চাকরি দুই বছর সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে ভবিষ্য তহবিলের পুরো অর্থ প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- চাকরি ছেড়ে দিলে বা চাকরিচ্যুত হলে আবাসন ছেড়ে দেওয়ার সময় সীমা শ্রম আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিধিমালাতেও ৬০ দিন করতে হবে।
- বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে বিধিমালায় মহা-পরিদর্শকের অনুমোদন সাপেক্ষে শিথিলকরণের ধারা বাতিল করতে হবে।

২. চাকরি স্থায়ীকরণ:

- শ্রম আইন অনুযায়ী অস্থায়ী শ্রমিকদের তিন মাস সন্তোষজনক শিক্ষানবিশী কাল পার করার পরে স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে; দীর্ঘকাল অস্থায়ী হিসেবে কাজ করার পরও একই কাজে শিক্ষানবীশ হিসেবে অব্যাহত রাখা বন্ধ করতে হবে।
- প্রত্যেক স্থায়ী শ্রমিককে নিয়োগপত্র কিংবা সি-ফরম ও আইডি কার্ড দিতে হবে।

৩. মজুরি:

- চা শ্রমিকদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে একটি যৌক্তিক, ন্যায্য এবং অন্যান্য খাতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মজুরি কাঠামো ঘোষণা ও বাস্তবায়ন এবং প্রতি দুই বছর পর পর তা বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে হালনাগাদ করতে হবে। অস্থায়ী শ্রমিকদেরও স্থায়ী শ্রমিকদের ন্যায় সমান মজুরি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
- কারখানায় ও সেকশনে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য ন্যায়সংগত বাড়তি মজুরি ও ঝুঁকি ভাতা দিতে হবে।
- মর্নিং ও ক্যাশ প্লাকিং তথা অতিরিক্ত পাতা তোলা বা অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার জন্য শ্রম আইন অনুযায়ী মূল মজুরির দ্বিগুণ হারে মজুরি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৪. উৎসব ভাতা:

- শ্রমিকদের হাজিরা রেজিস্টার খাতায় সঠিকভাবে হাজিরা তোলা নিশ্চিত করতে হবে এবং তা শ্রমিকদের দেখার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- নিয়ম অনুসারে সার্ভিস বুক চালু করতে হবে এবং এর একটি কপি শ্রমিকদের সরবরাহ করতে হবে।

৫. রেশন:

- স্থায়ী শ্রমিকের পরিবারের তিনজন পোষ্যর রেশন প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের জমি বরাদ্দের বিপরীতে রেশন কেটে রাখার নিয়মটি বন্ধ করতে হবে। রেশন ওজনে কারচুপি বন্ধে উদ্যোগ নিতে হবে।

৬. আবাসন ও আবাসনে অন্যান্য সুবিধা:

- সকল স্থায়ী শ্রমিকের জন্য আবাসন নিশ্চিত করাসহ, দীর্ঘ দিনের পুরাণ ও জরাজীর্ণ ঘর অপসারণ করে দ্রুত নতুন ঘর নির্মাণ করতে হবে এবং নতুন ঘরের বেড়া ও দরজা তৈরির জন্য নিয়ম অনুসারে পাঁচ হাজার টাকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।
- সমঝোতা চুক্তি অনুসারে মালিক কর্তৃক বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি পরিবারের জন্য নিজস্ব মিটারের ব্যবস্থা ও পৃথক বিলের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রতিটি শ্রমিক পরিবারের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নিশ্চিত করতে হবে।

৭. শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা:

- বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকার থেকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ ও পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে সার্বজনীন শিক্ষার সরকারি নীতি অনুযায়ী সকল চা শ্রমিকের সন্তানের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। বাগান পরিচালিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির আওতায় আনতে হবে।
- শ্রম মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ইতিমধ্যে স্থাপিত হাসপাতালের অবকাঠামোর পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতসহ আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা চালু করতে হবে।
- সকল শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য বিধিমালায় নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকের চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল ব্যয় বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহন করতে হবে।
- বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্রে বিদ্যমান সকল ওষুধের একটি হালনাগাদ তালিকা, চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার সময়সূচি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।
- প্রতিটি বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্রে পৃথক প্রসবকক্ষ রাখতে হবে, এবং শ্রমিকদেরকে বাড়ির পরিবর্তে চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রসব করানোর বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৮. ভবিষ্য তহবিল ও অবসর ভাতা:

- ভবিষ্য তহবিল অফিসের সকল কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় (ডিজিটালাইজ) করতে হবে এবং প্রতিমাসে শ্রমিকের টাকা জমার বিষয়ে মুঠোফোন বা সহজলভ্য কোনো মাধ্যমে অবহিত করার উদ্যোগ নিতে হবে।
- অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিককে নিয়ম অনুসারে অবসর গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ভবিষ্য তহবিলের টাকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৯. ছুটি:

- সরাসরি উপস্থিত হয়ে অসুস্থতাজনিত প্রতিবেদন নেওয়ার নিয়মটি বাতিল করতে হবে।
- গর্ভধারণ মাসের পূর্বের তিন মাসের গড় মজুরি হিসাব করে মাতৃত্বকালীন মজুরি নিশ্চিত করতে হবে।
- অন্যান্য খাতে প্রযোজ্য নিয়ম অনুযায়ী নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

১০. বাগানের কর্মপরিবেশ ও কর্মস্থলে পানি, শৌচাগার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা:

- প্রতিটি সেকশন ও কাজের জায়গায় বিশুদ্ধ পানীয় জল ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শৌচাগারের সু-ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- শ্রমিক কলোনিতে যাতায়াতের রাস্তা-ঘাটের উন্নতি করতে হবে। সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকদের আবাসস্থল সহজ যোগাযোগ উপযোগী স্থানে নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণ করতে হবে।

১১. স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় কর্মকালীন পদক্ষেপ:

- সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী কাজের সেকশনগুলোতে জোঁক ও পোকামাকড়ের উপদ্রব থেকে রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- কীটনাশক ছিটানোর কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক, গ্লাভস ও নিরাপত্তা সরঞ্জামের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. গ্রুপ বীমা ও গ্রাচুইটি:

- শ্রম আইন অনুযায়ী গ্রুপ বীমা ও গ্র্যাচুইটি চালু করতে হবে।

১৩. পাতার ওজনকরণ:

- পাতা পরিমাপের জন্য উভয়মুখী ডিসপ্লে সমৃদ্ধ ডিজিটাল মেশিন ব্যবহার করতে হবে।
- চা পাতা ওজনকরণ এবং শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করতে হবে।
- গামছা, পরিবহণ ও বৃষ্টিজনিত ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে পাতা কেটে রাখা বন্ধ করতে হবে।

১৪. ক্ষতিপূরণ ও মৃত ব্যক্তির সৎকার:

- কোনো শ্রমিক কর্মকালে জখমপ্রাপ্ত বা মৃত্যুবরণ করলে ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। মৃত শ্রমিকের সৎকারের জন্য আর্থিক বরাদ্দ থাকতে হবে এবং তা সমঝোতা চুক্তিতে উল্লেখ করতে হবে।

১৫. শিশুসদন:

- প্রতিটি চা বাগানে শিশুদের জন্য শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা সংবলিত শিশুসদন নিশ্চিত করতে হবে।

১৬. অভিযোগ ও নিষ্পত্তি:

- প্রতিটি চা বাগানে উপ-শ্রম পরিচালকের কার্যালয় কর্তৃক একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যেখানে একজন অভিযোগ গ্রহণকারী ব্যক্তি নির্ধারণ এবং তার নাম দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন করতে হবে; একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন এবং অভিযোগ নিবন্ধন বই সংরক্ষণ করতে হবে।

১৭. শ্রম আদালত:

- শ্রমিকদের সহজ অভিগম্যতার জন্য সিলেট অঞ্চলের চা বাগান সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে একটি শ্রম আদালত স্থাপন করতে হবে।

১৮. অবৈধ মদ ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ:

- বাগানগুলোতে অবৈধ মদের দোকান বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়া মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান ও তার নেতিবাচক প্রভাব নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শ্রমিকদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি এ বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

১৯. নারী সর্দার নিয়োগ:

- প্রতিটি বাগানে পুরুষ সর্দার নিয়োগের পাশাপাশি নারী সর্দারও নিয়োগ দিতে হবে।

২০. বাগান কর্তৃপক্ষের আচরণ:

- শ্রমিকদের সাথে বাগান কর্তৃপক্ষের অবমাননাকর আচরণ যেমন শ্রমিকদের দিয়ে ম্যানেজারের জুতা খোলানো ও পরানো, ম্যানেজারের সামনে পঞ্চায়েতদের চেয়ারে বসতে না দেওয়া ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে।

২১. সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে অধিকতর প্রকল্প গ্রহণ:

- সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চা শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়ন নামক প্রকল্পের মত আরো উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এসব প্রকল্পে খাদ্য ও বস্ত্র সামগ্রীর পরিবর্তে নগদ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। চলমান প্রকল্পে সুবিধাভোগীর সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। এছাড়া শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের জন্য স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২২. তদারকি প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন:

- বাগানগুলোতে শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও কাজের পরিবেশ নিশ্চিতকরণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পক্ষ হতে কার্যকর পরিদর্শন বাড়াতে হবে। পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুলিপি বাগান কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি শ্রমিক ইউনিয়নকেও প্রেরণ করতে হবে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত আইনের ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২৩. শ্রমিকদের সচেতনতা:

- সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে চা শ্রমিকদের জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা এবং আইন সম্পর্কে সচেতন করতে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন, পঞ্চায়েত সদস্য ও সাধারণ শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

২৪. সমঝোতা চুক্তি:

- সমঝোতা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার এক মাস আগে শ্রমিক ও বাগান কর্তৃপক্ষের আলোচনা শেষ করতে হবে এবং চুক্তি নবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে, যাতে মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তা কার্যকর করা যায়।

২৫. চা শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার অধিকার:

- প্রতিটি বাগানের শ্রমিকদের শ্রমিক ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার, শ্রমিক ইউনিয়ন ও বিটিএ কে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যথাসময়ে ও নিয়মিত চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন সম্পন্ন করতে সরকার কর্তৃক কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

২৬. চা শিল্পের উন্নয়নে পথ নকশা:

- বাংলাদেশীয় চা সংসদসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে আলোচনার মাধ্যমে 'চা শিল্পের উন্নয়নে পথ নকশা'টির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেলস ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh